কুশপুত্তলিকা

অরবিন্দ সিংহ

আনন্দে মায়ের চোখে জল। কিন্তু বাবার সম্মানের অহংকারে যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে সামাজিক আগুন। একজন গেজেটেড অফিসার। কিন্তু মা চায় মেয়ে থাকুক। মেয়ের দু চোখে গড়িয়ে পড়ে আনন্দাশ্রু। মা বলে "আয় মা ঘরে আয়"। বাবা বলেন "না"। মুহূর্তে আমাদের বলেন, "আপনারা ওকে গোমে নিয়ে যান। ওখানে থাকুক। আমরা গিয়ে দেখে আসবো"। মেয়ে ও মায়ের দৃষ্টি পাথর হয়ে গেল। সাত বছর আগে যে মেয়ে স্কুল থেকে হারিয়ে গিয়েছিল, সে মেয়েকে আমাদের স্টাফরা এক নাইট হোটেল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। একটাই সন্ত ান। কত আদরের ছিল। মেয়ের কাছে সব আজ নকল। কে মা? কে বাবা? কিছুই চিনতে পারলো না। সেই না চেনার ঘাড়ে দু'বছর কেটে যাওয়ার পর বাবার কাছে একটা খবর আসে, "আপনার মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে। যদি বিয়েতে মত দেন"। অফিসার বাবা তখন বলেন, "আমি ঐ বেজাতের বে-ধর্মের ছেলের সাথে বিয়ের মত দিতে পারবো না।" লোকটা ফিরে গিয়ে মেয়েকে সব বলে। মেয়ে সব শুনেও বিয়ে করলো। আর বিয়ের দিন বাবার কুশপুত্তলিকা দাহ করলো। পোড়া কুশপুত্তলিকার ধোঁয়াগুলি গিয়ে বাবাকে তাড়া করতে থাকলো। বাবা তখন "বাঁচাও বাঁচাও" বলে দৌড়াতে থাকলেন। আর 'সমাজ' তখন দৌড়ানোর তালে তালে মাদল বাজাতে থাকলো, "ধিতাং ধিতাং পালা, ধিতাং ধিতাং জ্বালা।"

অরবিন্দ সিংহ, কোলকাতা, পশ্চিম বঙ্গ